জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা - মার্চ ২০০৮/০৪

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম

* গণতন্ত্রায়ন একটি প্রক্রিয়া, কোন ঘটনা নয় - জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন
* এশিয়ায় কৃষিতে অবহেলার কারণে শতশত মিলিয়ন লোক দরিদ্র হয়ে পরছে - জাতিসংঘ প্রতিবেদন
* বার্ড ফ্লু প্রাদুর্ভাবের প্রধান কারণ হাঁস ও ধান- জাতিসংঘ সংস্থা
* জাতিসংঘ সমর্থিত আলু সম্মেলন ভবিষ্যতে আলুর স্ফীতি সম্পর্কে ব্যবস্থা নিতে সাহায্য করবে।
* ভুটানের প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচনে জাতিসংঘ সংস্থার চলমান সহায়তা প্রদানের অঙ্গীকার

গণতন্ত্রায়ন একটি প্রক্রিয়া, কোন ঘটনা নয় - জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন

২৮ মার্চ – জাতসংঘ মহাসচিব জনাব বান কি-মুন আজ নিউইয়র্কে বলেন বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রায়নের অগ্রগতি হলেও এর জন্য প্রয়োজন যথাযথ অংশগ্রহণ এবং প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সতর্ক পরিচর্যা।

আজ সকালে তিনি ২০০5 সালে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘ গণতন্ত্র তহবিলের উপদেষ্টা বোর্ডকে উদ্দেশ্য করে একথা বলেন এবং গণতন্ত্র উন্নয়ন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে প্রকল্পের জন্য অনুদান মঞ্জুর করেন।

জনাব বান বলেন, অন্যদের চেয়ে আপনারা ভাল জানেন যে গণতন্ত্র একটি প্রক্রিয়া, কোন ঘটনা নয়।

মানুষকে শাসন করার জন্য এখানে আইনের শাসনের প্রয়োগ করা হয়, বেসামরিক ও রাজনৈতিক অধিকারসমুহে শ্রদ্ধা করা প্রয়োজন হয় এবং যে শাসন করে ও যে শাসিত হয় উভয়ের মধ্যে নিয়মিত মত বিনিময় হওয়া বাঞ্চনীয়।

তিনি গণতন্ত্রায়নকে আরেকটি বিশেষণে বিশেষায়িত করে বলেন- গণতন্ত্র মানে পূর্ণবেগে দৌড়ানো নয় বরং ধীরে ধীরে দৌড়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করা। এটা একটি দীর্ঘ সংগ্রাম যার জন্য প্রত্যেক নাগরিক, অগনিত সম্প্রদায় ও সমগ্র জাতি সবাইকে অবশ্যই কিছু মুল্য দিতে হবে।

যেসব দেশ গণতন্ত্রায়নে সমস্যা মোকাবেলা করছে তাদেরকে জাতিসংঘ সহায়তা প্রদানের অঙ্গীকার করে জনাব বান মানবাধিকার উন্নয়ন এবং শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য কর্মরত সম্প্রদায়ের সাথে গণতান্ত্রিক শাসনের উন্নয়নের উদ্যোগের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি তুলে ধরেন।

গণতন্ত্র তহবিল দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রায় ২০০০ প্রকল্পের আবেদনপত্র গ্রহণ করে। ১২ মার্চ পর্যন্ত প্রায় ৭৩ মিলিয়ন ডলার অনুদান এই তহবিলে জমা হয়।

এশিয়ায় কৃষিতে অবহেলার কারণে শতশত মিলিয়ন লোক দরিদ্র হয়ে পরছে - জাতিসংঘ প্রতিবেদন

২৭ মার্চ´– জাতিসংঘ আজ এক প্রতিবেদনে প্রকাশ করে যে, অন্যান্য সেক্টরে দৃঢ় প্রবৃদ্ধি হলেও কৃষিতে অব্যহত অবহেলার ফলে আহার্য সামগ্রীর মুল্য বৃদ্ধি এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ২০০ মিলিয়নেরও বেশি জনগনকে চরম দারিদ্রতার দিকে ঠেলে দিয়েছে।

জাতিসংঘ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর বিষয়ক অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (ESCAP) কর্তৃক প্রস্তুতকৃত এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জরিপ ২০০৮ এ উলে-খ করা হয়েছে যে, এ অঞ্চলের মোট দারিদ্রের এক তৃতীয়াংশ বা ২১৮ মিলিয়ন লোক যারা প্রধানত গ্রাম অঞ্চলে বাস করে, তারা কৃষি উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর মাধ্যমে দারিদ্রতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক বিভাগের (DESA) উন্নয়ন নীতি ও বিশে-ষণ শাখার পরিচালক রব ভোস বলেন এই প্রতিবেদনে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে, এ অঞ্চলে প্রশংসা যোগ্য যথেষ্ট প্রবৃদ্ধি হওয়ার পরও কেন এখানে দারিদ্রতার হার এখনও এত উঁচু। রস ভোস নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদরদপ্তরে এ জরিপ প্রকাশে সহায়তাকালে এ কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, “এর পেছনে প্রধান কারণগুলোর মধ্যে কৃষি উন্নয়ন ও গ্রাম্য ব্যবস্থার উন্নয়নে অবহেলা অন্যতম”।

নয়াদিলি-তে ভারতীয় সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে এই প্রতিবেদন প্রকাশ করে ESCAP এর নির্বাহী সচিব নলীন হেইযার বলেন, এটা একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা যে একই সাথে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যখন প্রত্যাশার সব মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে তখন ২০০ মিলিয়নের ওপর বসবাসরত দারিদ্র জনগোষ্ঠির উন্নয়নে আমরা যা করতে পারতাম তার কিছুই করছি না।

১৯৪৮ সালে শুরু হওয়া জরিপের এ বছর ৬০ বর্ষপুর্তি, তাই এ বছরের জরিপে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সমষ্টিক অর্থনীতি এবং কিছু সামাজিক লোকালয়ে প্রধান প্রধান স্বল্প মেয়াদী ও মধ্য মেয়াদী অগ্রগতি এবং চ্যালেঞ্জসমুহ, বিশেষ করে মানুষের ভোগান্তি হ্রাসের দৃষ্টিকোন থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়।

‘টেকসই প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়ন বিনিময়’ শীর্ষক ২০০৮ সালের জরিপে, কৃষি উৎপাদনশীলতার উন্নয়ন এবং বাজার ভিত্তিক ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি ব্যবস্থার পুনরুন্নয়ন করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

গ্রাম্য দারিদ্র জনগোষ্ঠিকে নগর ও বাজারের সাথে সম্পৃক্ত করতে ভূমিনীতির সংস্কার করা এবং কৃষকদের জমি পেতে এবং শস্য বীমা করতে এটা সহজ করা প্রয়োজন বলে জরিপে উলে-খ করা হয়। এই জরিপে দক্ষতাপুর্ণ বহুমুখী প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে পরামর্শ দেয়া হয়, যা দারিদ্র বিশেষ করে নারীদের জন্য অনেক কাজের সুযোগ তৈরি করবে।

এই জরিপে কৃষিতে বিশ্ব বানিজ্যকে আরও ব্যাপকভাবে উদারীকরণ করার আহ্বান জানানো হয় যা এই অঞ্চলের আরও ৪৮ মিলিয়ন জনগোষ্ঠিকে দারিদ্রতা থেকে মুক্ত করবে।

জনাব হেইযার বলেন এই পদক্ষেপগুলো না নিলে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান আরও বাড়বে এবং মিলিয়ন মিলিয়ন জনগোষ্ঠি চরম দারিদ্রতার মধ্যে বসবাস করতে বাধ্য হবে।

নিকট ভবিষ্যতে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সামগ্রীকভাবে যে উন্নয়ন হওয়া সম্ভব সেগুলোর কথা উলে-খ করে এই জরিপে বলা হয় যে, যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও ২০০৮ সালে এই অঞ্চলে উলে-খযোগ্য দৃঢ় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং প্রশংসনীয় হারে আঞ্চলিক মুদ্রার মজুদ থাকবে।

২০০7 সাল পর্যন্ত এক দশকব্যাপী দ্রুতগতির প্রবৃদ্ধি হওয়ার পর আশা করা হয়েছিল যে এ অঞ্চলের উন্নয়নীল অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির পরিমান খুব অল্প হবে। কিন্তু তারপরও এ বছর এই হার ৭.৭%।

জরিপ সামনের মাসগুলোতে খাবারের মুল্য বৃদ্ধিকেই প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করে। যেহেতু এ অঞ্চলের মানুষ ভোগের পিছনে বেশি ব্যয় করে তাই খাবারের মুল্য বৃদ্ধি, তেলের মুল্যের বৃদ্ধির চেয়েও বড় ধরনের মুল্যস্ফিতি চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে।

এই জরিপ তুলে ধরে যে, যুক্তরাষ্ট্রে এইরূপ অর্থনৈতিক অবস্থার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং ভবিষ্যতে অনেক অনিশ্চয়তা তৈরি করবে।

বার্ড ফ্লু প্রাদুর্ভাবের প্রধান কারণ হাঁস ও ধান- জাতিসংঘ সংস্থা

২৬ মার্চ – জতিসংঘ খাদ্য এবং কৃষি সংস্থা (FAO) এবং সংশি-ষ্ট গবেষণা সংস্থার এক বিশেষজ্ঞ দলের জরিপে এ তথ্য বেরিয়ে আসে যে, মুরগী নয় বরং হাঁস, ধান এবং মানুষই থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার বিস্তারে অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ উপাদান হিসেবে আবির্ভুত হয়েছে।

Mapping H5N1 highly pathogenic avian influenza risk in Southeast Asia: ducks, rice and people-এর অনুসন্ধানেও আরও বেরিয়ে আসে যে অন্যান্য দেশ যেমন কম্বোডিয়া ও লাওসে পুনঃ পুনঃ বার্ড ফ্লু সংক্রামনের পেছনেও এই উপাদানগুলো দায়ী।

FAO এ জোষ্ঠ পশুসম্পদ কর্মকর্তা জ্যান স্লি-জেনবার্গ এর উদ্যোগ ও সমন্বয়ে ২০০৪ সালের শুরু থেকে ২০০৫ সালের শেষ পর্যন্ত H5N1 বিস্তৃত সবচেয়ে বেশি এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা আক্রান্ত থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামে ধারাবাহিক গবেষণা চালানো হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিজ্ঞান একাডেমির সর্বশেষ কার্যবিবরণীতে অতি সম্প্রতি এটি প্রকাশ করা হয়।

ভু-উপগ্রহের মানচিত্রায়ণকে ব্যবহার করে গবেষকগণ বিভিন্ন ধরনের উপাদান পরখ করেন যার মধ্যে ছিল হাঁস, হংসী এবং মুরগীর সংখ্যা, মানুষের সংখ্যা, চাল চাষাবাদ এবং জমিজমা। গবেষণায় হাঁস চারণের পদ্ধতি ও ধান চাষাবাদের মধ্যে খুবই নিবিড় যোগাযোগ পরিলক্ষিত হয়।

উদাহরণ স্বরূপ থাইল্যান্ডে সেপ্টেম্বর অক্টোবরে ছোট হাঁসের ঝাঁক অনেক বেশি দেখা যায়। নভেম্বর ডিসেম্বরে পাকা ধান ক্ষেতর সুবিধা নিয়ে এই ছোট হাঁসগুলো বড় হতে থাকে।

সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত একটি খবরে বলা হয় অনেক হাঁস এই সময়ে জড়ো হওয়ার কারণে ভাইরাস ছড়ানো ও সংক্রমণের সুযোগ বেড়ে যায় এবং ধানক্ষেতগুলো বন্য পাখিদের অস্থায়ী ঠিকানায় পরিণত হয়।

জনাব স্পি-জেনবাগ বলেন,“ আমরা এখন এটা অনেক ভালোভাবে জানি কোথায় ও কখন H5N1 ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং এটা আমাদের প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য স্থির করতে সাহায্য করে।” উপরন্তু পূর্ব এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়া যেখানে ধান-হাঁস কৃষি ব্যবস্থার জন্য বেশি উপযোগী পরিবেশে ভাইরাসের উপস্থিতি সচারচর লক্ষ্য করা যাচ্ছে সেখানে H5N1 সম্পর্কে মুল্যায়ন করে ভবিষ্যতবাণী করা সহজ হবে।

তিনি বলেন এই উপাত্তগুলো আমাদের আরও ভালভাবে লক্ষ্য নির্ধারণ করে নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নিতে এবং নির্বিচারে গণটিকা কর্মসুচী পাল্টাতে সাহায্য করবে।

FAO এর হিসেব মতে বিশ্বের এক বিলিয়নেরও উপরে গৃহপালিত হাঁসের আনুমানিক ৯০ শতাংশ আছে এশিয়াতে যার মধ্যে ৭৫ শতাংশ আছে চীনে এবং ভিয়েতনামে। থাইল্যান্ডে আছে ১১ মিলিয়ন হাঁস।

জাতিসংঘ সমর্থিত আলু সম্মেলন ভবিষ্যতে আলুর স্ফীতি সম্পর্কে ব্যবস্থা নিতে সাহায্য করবে

২৫ মার্চ- বিশ্বব্যাপী খাদ্যশস্যের মুল্য উচ্চ হারে বাড়ছে। ঠিক এ সময়ে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক পুষ্টিকর মুল/কন্দ বর্ষের অংশ হিসেবে আলুর ভবিষ্যত খাদ্যগুনকে তুলে ধরতে আজ একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভুট্টা, গম ও চালের চেয়ে কম পরিমানের জমিতে আলু চাষের মাধ্যমে অধিক পরিমানে খাদ্য উৎপাদন সম্ভব ।

আলুর উৎপত্তিস্থল পেরুর কাসকো শহরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বৈজ্ঞানিক এবং নীতি প্রণয়নকারীগণ সমবেত হন। জাতিসংঘ খাদ্য এবং কৃষি সংস্থা (FAO) এর মতে, বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর কৃষি, অর্থনীতি এবং খাদ্য নিরাপত্তার জন্য ‘ভবিষ্যত খাবার ’ হিসেবে শক্তিশালী ভুমিকা রাখতে কৌশল তৈরি করার ব্যাপারে সম্মেলনে আলোচনা হয়।

আন্তর্জাতিক আলু কেন্দ্রের সাথে যৌথভাবে এই সম্মেলনের ব্যয়ভার বহন করে FAO উলে-খ করে যে, বিশ্বের ১০০ টিরও বেশি দেশে উৎপাদিত আলু ইতিমধ্যে বিশ্ব খাদ্য ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। ২০০৭ সালে ৩২০ মিলিয়ন টন উৎপাদনের মাধ্যমে একটি রেকর্ড করে এটি এখন বিশ্বের এক নম্বর অশস্য খাদ্যদ্রব্য।

সংস্থাটির মতে, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আলুর ব্যবহার বেড়েই চলেছে এবং বিশ্বের মোট উৎপাদনের অর্ধেকেরও বেশি এসব দেশে ব্যবহার হয় এবং যেখানে আলুর সহজ চাষাবাদ এবং উচ্চ শক্তিগুন লক্ষ লক্ষ কৃষকের কাছে আলুকে একটি গুরুত্বপুর্ন অর্থকরী ফসলে পরিণত করেছে।

খোদ পেরুতে খাদ্যের মুল্যস্ফিতি সরকারের উচ্চমুল্যের গম আমদানি কমিয়ে জনগণকে আলুর আটা দিয়ে তৈরি রুটি খেতে উৎসাহিত করার উদ্যোগে প্রেরণা যুগিয়েছে। চীনে, যেখানে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি আলু উৎপাদিত হয় (২০০৭ সালে ৭২ মিলিয়ন টন) কৃষি বিশেষজ্ঞগন দেশের অধিকাংশ জমিতে আলুকে প্রধান শস্য হিসেবে উৎপাদন করার প্রস্তাব দিয়েছেন।

FAO এর মতে আলু উৎপাদন থেকে বিস্তৃত সুফল পাওয়ার বিষয়টি নির্ভর করে রোপন সামগ্রীর মান, খামার ব্যবস্থা যা প্রাকৃতিক সম্পদের আরও টেকসই ব্যবহারের ব্যবস্থা করে এবং আলুর প্রজাতির বৈচিত্রতা যা পানির প্রয়োজনীয়তা কমায়, ধ্বংসাত্মক কীটপতঙ্গ ও রোগের ব্যাপক প্রতিরোধ এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করে পুর্বের অবস্থানে প্রত্যাবর্তন প্রভৃতির উন্নয়নের ওপর।

FAO উলে-খ করে, চার দিনব্যাপী সম্মেলনে বিশ্বের আলু ও উন্নয়ন বিষয়ক গবেষনার ৯০টিরও বেশি শীর্ষস্থানীয় কর্তৃপক্ষ আলু নির্ভর বিশেষ ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উৎপাদনশীলতা, মুনাফার সম্ভাবনা ও স্থায়ীত্ব বাড়াতে কৌশলের উন্নয়নে নিজেদের মধ্যে সাম্প্রতিক জরিপের অন্তর্নিহিত বিষয় ও ফলাফল সমুহ বিনিময় করবেন।

সম্মেলনের তৃতীয় দিনে অংশগ্রহনকারিগণ কাসকোর নিকটবর্তী ১২০০০ হেক্টর বিস্তীর্ণ ‘Potato Park’ পরিদর্শন করবেন, যেখানে কৃষক-গবেষকগণ ছয়শরও বেশি প্রজাতির ঐতিহ্যবাহী Andean আলুর উৎপাদন পুনরায় চালু করেছেন। যা ভবিষতে আরও প্রজাতি উদ্ভাবনে চারা উৎপাদকদের বংশানুক্রমিক বিস্তারণ ব্যবস্থা প্রদান করেছে।

এই সম্মেলনের একটি সম্ভব্য ফলাফল হল ভবিষ্যতে `Cusco Challenge’ নামে অভিহিত একটি বর্ষব্যাপী সম্মেলন হবে যেখানে বিশ্বের আলু বিজ্ঞান সম্প্রদায় অংশ নেবে এবং শস্যটির ভবিষ্যত উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এবং সুযোগগুলো অনুসন্ধান করবে।

ভুটানের প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচনে জাতিসংঘ সংস্থার চলমান সহায়তা প্রদানের অঙ্গীকার

২৪ মার্চ - আজ হিমালয়ের ছোট দেশ ভুটানে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক নির্বাচনে ভোটারদের ভোটদানের মাধ্যমে গণতন্ত্রে উত্তোরণের পথে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসুচী (UNDP) বিদ্যমান সহায়তা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছে।

গত সপ্তাহের শেষ দিকে রাজধানী থিম্পুতে এক সংবাদ বিবৃতিতে UNDP ভুটানের সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সর্বপ্রথম বহুদলীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পেছনে গৃহীত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে দেশটির নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিল।

সংস্থাটি গত বছর থেকেই একটি সফল নির্বাচনের জন্য ECB কে সহায়তা করে আসছিল। সহায়তামূলক কার্যক্রমগুলো ছিল নির্বাচনী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, তাদের উন্নত যন্ত্রপাতি সরবরাহ, অস্থায়ী ভোট কেন্দ্র নির্মাণ, ভোটারদের জন্য শিক্ষামূলক অডিও ভিজুয়াল ও লিখিত উপকরণ ছাপানো এবং দেশটি আজকের ভোটের জন্য প্রস্তুত তা নিশ্চিত করার জন্য কৃত্রিম নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা।

UNDP ৪০ জন ভুটানী সাংবাদিককে কার্যকর নির্বাচনী প্রক্রিয়ার প্রতিবেদন তৈরীর প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও সরকার উভয়কেই আরও জবাবদিহিতামূলক করতে দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রচেষ্টাকে সহায়তা করছে।

এ সকল নির্বাচনের আগ পর্যন্ত ভুটানে পুরোপুরি রাজতন্ত্র ছিল। এখন রাজাই হবেন রাষ্ট্রপ্রধান; উচ্চ কক্ষ ও নিম্ন কক্ষ সমন্বয়ে গঠিত হবে জাতীয় সংসদ এবং এই সংসদই গঠন করবে সরকার ।

** ** **